দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 22 JUN. 1997 ..
পৃষ্ঠা 7 কলাম 7

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষক প্রয়োজন নেই তবু আইন বিভাগে তড়িঘড়ি শিক্ষক নিয়োগের চেষ্টা

গিয়াস উদ্দিন রিমন ।। কোন ধরনের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে তড়িঘড়ি করে শিক্ষক

১১-এর পৃঃ ৫-এর কঃ দেখুন

শিক্ষক প্রয়োজন নেই

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে। ছাত্র লীগের কেন্দ্রীয় আইন সম্পাদক সেলিম মাহমুদকে প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ দানের জন্য এ আয়োজন চালানো হচ্ছে।

সম্প্রতি সেলিম মাহমুদ ও শেখ হাফিজুর রহমান আইন বিভাগে এডহক ভিত্তিতে প্রভাষক পদে নিযুক্তির জন্য আবেদন করেন। এরপর ভাইস চ্যান্সেলর এই আবেদন সম্পর্কে বিভাগীয় সিএন্ডডি (সমন্বয় ও উন্নয়ন) কমিটির মতামত দেয়ার জন্য বিভাগীয় চেয়ারম্যানকে নির্দেশ দেন। চেয়ারম্যান বিষয়টি বিবেচনার জন্য আজ (রবিবার) সকাল ১০টায় বিভাগীয় সিএন্ডডি কমিটির সভা আহবান করেছেন। নিয়মানুযায়ী কমপক্ষে ৫ দিনের সময় দিয়ে সিএন্ডডি কমিটির সভা ডাকতে হয়, কিন্তু শুক্র ও শনিবারে ছুটি থাকায় কার্যত গত বুধবার ইস্যুকৃত চিঠির মাধ্যমে মাত্র ২ দিনের নোটিশে এই সভা ডাকা হয়। তাছাড়া প্রায় এক মাস আগে সিএন্ডডি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং নিয়মানুযায়ী অতি জরুরী বিষয় ছাড়া ৬ মাসের আগে এ কমিটির সভা হয় না, আর গত সভায় সর্বসম্মত মতামত দেয়া হয় যে, বর্তমানে আইন বিভাগের নতুন কোন শিক্ষক নিয়োগের প্রয়োজন নেই। নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদেরই সকলকে এখনও ক্লাস দেয়া যাচ্ছে না। সিএন্ডডি কমিটির এই মতামতকে উপেক্ষা করে এডহক ভিত্তিতে ২ জন প্রভাষক নিয়োগের আবেদন সম্পর্কে আবারও সিএন্ডডি কমিটিকে মতামত দিতে ভাইস চ্যান্সেলর নির্দেশ দিয়েছেন। আইন অনুষদের ডীন প্রফেসর এরশাদুল বারী এখন ছুটিতে বিদেশে অবস্থানকালে তড়িঘড়ি করে এ নিয়োগের চেষ্টা চালানো হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান প্রশাসনের সময়ে শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম, দলীয়করণের ধারবাহিকতায় আইন বিভাগে শিক্ষক নিয়োগের এ চেষ্টা শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। কোন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই এ নিয়োগ প্রক্রিয়া চালানোর কারণে ৩টি প্রথম শ্রেণীপ্রাপ্ত এই দু'জন প্রার্থীর সাথে ৪টি প্রথম শ্রেণীপ্রাপ্ত ছাত্রও শিক্ষক নিয়োগের আবেদনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।